RAMPURHAT GIRLS'HIGH SCHOOL(H.S.)
(HIGHER SECONDARY)

Examination-20

NAME: Sadiya Farhin □ Purabi Mondal

CLASS: XI

SUBJECT:

$\frac{12\frac{1}{2}}{20}$

Pressure Cooker

Introduction:- A pressure cooker can be defined as a vessel, in which food is cooked under pressure generated by the stem.

Material:- Its body ~~a~~ is made of thick alluminium alloy and it has a lid which is fits tightly on it. There is a rubber ring known as the gasket, which is inserted inside the groove on the lid, is placed to seal the pressure cooker for cooking. In the centre of the lid is a small hole which open to the outside with the help of a small metal type. It is called the safety vent.

Cooking process by it:- While cooking some-time this vent is covered by a vent weight It is through this vent ~~is~~ that the excess steam escapes. This phenomenon is called

Scanned with OKEN Scanner

whisteling of the pressure cooker. There is also a safety valve beneath the handle of the cooker lid. In case the safety vent is blocked, the safety valve melts, which releases the steam thereby ~~preventage~~ preventing the pressure cooker from burning. As soon as the temperature of the water inside the cooker rises, it begins to ~~from~~ form steam.

With the result pressure starts building inside the cooker and the food placed inside is cooked.

Advantage of cooking ~~by~~ pressure cooker:-

Pressure cooker takes only one third of the total cooking time to cook food. It is a ~~but~~ blessing for a busy house wife.

Disadvantage of cooking by pressure cooker:-

If anyway the ~~whisteling of the~~ whistler of the pressure cooker is damaged, then the steam tapped inside the pressure cooker ~~&~~, therefore the pressure cooker may

Scanned with OKEN Scanner

~~be~~ burst and the users ~~of~~ may be injured ~~&~~ with the ~~burd~~ burst.

<u>Conclusion</u>:- Pressure cooker is a very usebul thing bor our busy libe. ~~But we~~ ~~I~~ Even everyone can cook by it. But everybody should be carebul while cooking ~~on~~ ~~it~~ by it.

Scanned with OKEN Scanner

Name:- Tiyasi Mondal, & Anamika Hazra
Class :- IX
School:- Rampurhat Girl's High School
14/20 [signature]

Helmet

Introduction:- A helmet, a simple yet indispensable protective gear, is often overlooked until its too late. This unassuming protective head gear can reduce the risk of head injuries and ~~to~~ can absorb impact.

The structure of helmets:- The meticulously designed helmet is crafted with a hard outer shell and the ventilation systems of helmet ensure comfort while the straps and buckles keep the helmet securely in place. There are two types of helmet, one is full face helmet and the other one only covers the head area. Recently A.C helmets have been launched in market for the comfort of the users.

The significance of helmets:- Helmet is a lifeline for countless individuals,

particularly those who are engaged in activities which involve a high degree of risk: From construction workers to motorcyclists and from fire fighers to traffic police, ~~everybody~~ use this to overcome any type of unexpected obstacles, coming in their way. Helmet can significantly mitigate the severity of head ~~trauma~~ trauma, potentially saving lives and to prevent life-long disabilities.

Disadvantages of helmets:- Wearing helmets can sometimes lead us to having hairfall issues and skin rashes. In summertime wearing a helmet can be a ~~h~~ real hectic for those who have ~~Claust~~ Claustophobia. Now days A.C helmets have reduced the rate of heat strocks which are happening world wide.

Conclution:- Wearing a helmet ~~may~~ can be inconvenient or even unfashion-able but it's a very small price

to pay for the peace of mind it provides. It will prevent a mother's lap from being hallow and empty. Whenever we decide to wear a helmet, this consious dicission will not only protect us but will also set an examples for others. Everytime when we drive or try to attempt ~~an~~ a risky task, we must wear the shield for the unexpected.

x
—— O ——
x

RAMPURHAT GIRLS'HIGH SCHOOL(H.S.
(HIGHER SECONDARY)
Examination-20......

Ankana Mondal NAME............
Debolina Mondal CLASS..........SEC......... ROLL..
class: XI
SUBJECT.........

17½/20 Sutra

মোবাইল ফোন

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা:

আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো মোবাইল ফোন। এটি টেলিফোনের উন্নতর সংস্করণ। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অন্যতম হাতিয়ার হলো মোবাইল ফোন। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির মাধ্যমে আমরা মুহূর্তেই দেশ বিদেশে থাকা মানুষের সাথে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারি। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই ছোটো যন্ত্রটি আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মোবাইল ছাড়া আমাদের আর এক মুহূর্ত চলে না। মোবাইল ফোন যেন আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

Scanned with OKEN Scanner

মোবাইল ফোনের আবিষ্কার :-

প্রথম মোবাইল ফোন তৈরি হয়েছিল 1973 সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। আর তা তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কুপার। তিনি হলেন মোবাইল ফোনের জনক।

মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রসার :

মোবাইল ফোনের ব্যবহার এখন সর্বস্তরে। সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সব পরিবারেই মোবাইল ফোনের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে। সুবিধাজনক মূল্যে ও আকর্ষণীয় শর্তে পাওয়া যায় বলে এটা সর্ব স্তরের মানুষ ব্যবহার করে। বিশেষ করে আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা, ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে বলে গবেষকগণ মনে করেন।

মোবাইল ফোনের সুফল:

মোবাইল ফোন এমন একটি বৈদ্যুতিক উপকরণ যার উপকারিতা আধুনিক জীবনে সর্বাত্মক। চিঠি লেখার ও পাওয়ার অপেক্ষা ও অনিশ্চয়তাকে দূর করে মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছে এস.এম.এস-এর পরিষেবা। ক্যালকুলেটারের দুনিয়াকে অনেকটাই হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি। স্থির ও চলমান ফটোগ্রাফিও অনায়াসে সম্ভব এর দ্বারা। মোবাইলে রয়েছে অজস্র বিনোদনের ব্যবস্থা। ~~বিভিন্ন~~ ভিডিও বিভিন্ন

RAMPURHAT GIRLS'HIGH SCHOOL(H.S.
(HIGHER SECONDARY)
.... Examination-20....
NAME..........................
CLASS.......... SEC......... ROLL..
SUBJECT.............................

অনুষ্ঠান মোবাইল ফোনের সাহায্যে উপভোগ করা যায়। মোবাইলের মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে যেমন কার্যকর করা সম্ভব তেমন আগামী দিনে এটি ক্রেডিট কার্ডের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে চলেছে। বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রান্নার বিভিন্ন কৌশল জানা যাচ্ছে। এইভাবে মোবাইল ফোন মানুষের জীবনে এক এবং অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে চলেছে। মোবাইল ফোন যেন আলাদিনের মায়ার প্রদীপের মতো জাদুময় শক্তির অধিকারী।

মোবাইল ফোনের কুফল :—

বিজ্ঞানের যেকোনো আবিষ্কারের মতো মোবাইল এরও কিছু নেতিবাচক দিক আছে। কিশোর - কিশোরীদের মনে মোবাইল ফোনের প্রতি যে আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে তা এক নেতিবাচক মানসিক চাহিদার জন্ম দিচ্ছে। মোবাইলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বিদ্যালয়ের পরিবেশকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আবার তাতে সমাজে এটি মনোসংযোগের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। মোবাইল ফোনে অনর্থক কথা বলা, এস.এম.এস করা, গেম খেলা বা নানান ধরনের পার্ণো ছবি দেখায় লিপ্ত থাকে যুবক-যুবতীরা। এটি একটি নেশার মতো যুব সমাজকে গ্রাস করেছে। এছাড়াও এর ফলে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক

Scanned with OKEN Scanner

সম্পর্কে ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছে। নানা সামাজিক দূষণ এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। নাগরিক জীবনে মোবাইলের অসতর্ক ব্যবহার : গাড়ি চালানোর সময় কিংবা রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় দুর্ঘটনা ডেকে আনছে। সব মিলিয়ে মোবাইল ফোনের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে বিদ্যালয় স্তরে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শিশুরা তাদের পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মোবাইল ফোনের এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে সামাজিক ব্যাধি দ্রুত বেড়ে চলবে।

উপসংহার :

নব প্রযুক্তির মানুষেরা মোবাইল ব্যবহারে এখন খুশি। তবে দোষ নেই মোবাইলের, বরং মানবসমাজের আমরা প্রতিনিয়ত এই যন্ত্রের অপব্যবহার করে সমাজকে পৌঁছে দিচ্ছি অভিশাপের মুখে। আমাদের সচেতনতা বাড়লে আর কোনো রকম অভিশাপগ্রস্ত হবে না মোবাইল। সব শেষে বলা যায় ——

" ভালো মন্দ সব মিলিয়ে
আধুনিক এই ফোন,
জয় করছে সবার হৃদয়
সব মানুষের মন "।

RAMPURHAT GIRLS'HIGH SCHOOL(H.S.)
(HIGHER SECONDARY)

.... : .. .. Examination-20........

NAME: Disha Pal and Swarupa Mondal

CLASS: XI A..... R... 01 and 289

SUBJECT..............

19/20

হেলমেট নিরাপত্তা :-

সম্প্রতি পুনেতে, হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য। পুনে হল মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, এখানকার ট্রাফিক পুলিশেরা এই নিয়ম চালু করেছে। কারন বর্তমানে যে হারে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে তা এড়ানোর জন্য ইহা আবশ্যিক। কিন্তু এখনো পুলিশ বিভাগকে যদি চিন্তাভাবনা করতে হয় এবিষয়ে তাহলে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হেলমেট পরা থেকে বিরত থাকছে বিভিন্ন কারন দেখিয়ে -

- হেলমেট পড়লে অস্বস্তি হয়,
- গাড়ি না চালানোর সময় হেলমেট বহন করা কঠিন,
- হেলমেট পড়লে চুল ঘেঁটে যায়।

এইসব তুচ্ছ কারণগুলি মূল্যবান জীবনের তুলনায় অতি নগন্য। হেলমেট ব্যবহারের প্রথা মধ্যযুগ থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু তখন হেলমেট ব্যবহার হত সামরিক ক্ষেত্রে। বর্তমানে অনেক ব্যবস্থার উন্নয়ন, গাড়ির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে দুর্ঘটনার পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তা এড়ানোর জন্য টু - হুইলার চালানোর সময় হেলমেট পড়া আবশ্যক। এছাড়া, খেলোয়াড়দের, একটি ক্যাটেগরির বাইকারদের আত্মরক্ষার জন্য হেলমেট পড়তে হয়।

হেলমেট পড়ার গুরুত্ব :-

i) আঘাত থেকে আত্মরক্ষা :-

রাস্তায় টু-হুইলার চালানোর সময় কোনো কারণে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে হেলমেট না পড়লে মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। তাছাড়া এর চিকিৎসাও ব্যয়বহুল। তাই হেলমেট পড়ে এই সমস্ত দুর্ঘটনা থেকে প্রতিরক্ষা পাওয়া যায়।

ii) চোখকে বিভিন্ন আঘাত থেকে রক্ষাপ্রদান :-

ফুল-ফেসড হেলমেট পড়লে চোখকে ধুলো, বালি, হাইবিট লাইট থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। যার ফলে টু-হুইলার চালাতে বহুল সুবিধা হয়।

iii) ঠান্ডা হাওয়া থেকে প্রতিরক্ষা :-

হেলমেট যে শুধু আঘাত থেকে রক্ষা করে তাই নয়, হেলমেট পড়লে বিশেষত ফুল-ফেসড হেলমেট আমাদের চোখ, কান, ঠান্ডা হাওয়া থেকে প্রতিরক্ষা করে। এইভাবে আমরা সুস্থভাবে টু-হুইলার চালাতে পারি।

iv) অত্যধিক ফাইন দেওয়া থেকে বিরত থাকা :-

আমাদের দেশে, বর্তমানে হেলমেট পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই নিয়ে Traffic Police বিভাগ যথেষ্ট সতর্ক। তাই কোনো ব্যক্তি হেলমেট না পড়ে টু-হুইলার চালালে পুলিশ এক অত্যধিক পরিমাণ ন্যায্যমূল্য আরোহীর কাছ থেকে ধার্য করেন, যা আইনসাপেক্ষ। হেলমেট পড়ে তা থেকে [illegible]

হেলমেট কেনার ৬টি নিয়মাবলী :-

হেলমেট কেনার সময় শুধু ড্রাইভারেরই নয়, পিছনে বসার আরোহীর জন্যও হেলমেট কিনতে হবে।

হেলমেট সবসময় ফুল-ফেসড কেনা উচিত। কারণ, ইহা আমাদের চোখকে ধুলো, হাইবিড লাইট থেকে রক্ষা করে।

হেলমেট ব্যবহারেরও ডেট থাকে। একটি হেলমেট ৩ - ৫ বছর ব্যবহার করার পর পরিত্যাগ করা উচিত।

কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পর ক্ষতিগ্রস্ত হেলমেট প্রতিস্থাপন করা জরুরি।

আরোহনের সময় ড্রাইভারের যাতে দেখতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য নিয়মিত হেলমেটের কাঁচ পরিষ্কার করা উচিত।

উপসংহার :-

ভারতে আগে থেকেই 'Motor Vehicles Act' আইন প্রচলিত ছিল। তা সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রেই হেলমেট ছাড়া রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, ২০১৯ সালে পার্লামেন্টে আইন সংশোধনের সময় নতুন আইন প্রচলিত হয়, যাতে বলা হয় "দু-চাকা গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করার সময় অবশ্যই হেলমেট কেনার রশিদ দেখাতে হবে।"

Scanned with OKEN Scanner